দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 9 JUL 2017 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

মানিকগঞ্জে শিক্ষার আলো পাঠশালা বন্ধের উপক্রম

■ শহিদুল ইসলাম সুজন, মানিকগঞ্জ প্রতিনিধি

যে 'শিক্ষার আলো পাঠশালা' একটি গ্রামের গরীব শিশুদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত হবার একমাত্র অবলম্বন সেই পাঠশালায় বর্তমানে স্থান সংকট সমস্যা দেখা দিয়েছে। তাছাড়া নিজস্ব ভবন না থাকায় ভাড়া বাড়িতে স্কুলের কার্যক্রম চলায় যে কোন সময় ঘর ছেড়ে দিতে হতে পারে। ফলে প্রতিষ্ঠানটিই বলতে গেলে প্রায় বন্ধের উপক্রম হয়েছে। ইতিমধ্যে ঘরের মালিক ঘর ছাড়ার কথা বলতে শুরু করেছেন।

মানিকগঞ্জ সদর উপজেলার গিলন্ড গ্রামে অবস্থিত এই পাঠশালাটি। এখানে গরীব শিশুদের বিনা ফিতে পাঠদান করা হয়। এই মহৎ কাজটি করছেন মানিকগঞ্জ সরকারী দেবেন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মাস্টার্স (রাষ্ট্রবিজ্ঞান) শেষ বর্ষের ছাত্র সানী রহমান মিন্টু। দরিদ্র বাবা দিতে পারেননি পড়াশোনার খরচ। টাকার অভাবে ভাল কোন শিক্ষকের কাছেও প্রাইভেট পড়া হয়নি তার। তারপরও মনের দৃঢ়তায় লেখাপড়া চালিয়ে গেছেন তিনি। টিউশনি করে জুগিয়েছেন নিজের লেখাপড়ার খরচ। মিন্টু বুঝেছেন, কারও সাহায্য ছাড়া লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া কতটা কষ্টের। তাইতো টিউশনির টাকা জমিয়ে তিন বছর আগে তিনি গড়ে তুলেছেন তার এই ব্যতিক্রমী পাঠশালা যেখানে তৃতীয় শ্রেণী থেকে ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিনাপয়সায় প্রাইভেট পড়ানো হয়। অর্থের অভাবে যেন কারো পড়াশোনা বন্ধ না হয়ে যায় সেই তাগিদ থেকেই তার এই মহতী উদ্যোগ। সেখানে বিনামূল্যেই পাওয়া যায় খাতা কলমসহ শিক্ষার সব উপকরণ। পরিবেশ রক্ষায় স্কুলের পাশে তিনি গড়ে তুলেছেন একটি নার্সারি যেখান থেকে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের দেওয়া হয় গাছের চারা।

শিক্ষার আলো পাঠশালায় গিলন্ড, জয়নগর ও শৈলকুড়া গ্রামের অস্বচ্ছল কৃষক, দিন মজুর, রিকশা চালকের সন্তানরা পড়াশুনা করে থাকে। এ পাঠশালায় বর্তমানে ৬০ জন ছাত্রছাত্রী পড়ালেখা করছে। ছাত্র ছাত্রীরা ভালো ফলাফলও করছে। শিক্ষক সানী রহমান মিন্টু বলেন, প্রশাসনসহ সমাজের বিত্তবানরা সহযোগিতা করলে তিনি তার প্রতিষ্ঠানটি টিকিয়ে রাখতে পারতেন।

মানিকগঞ্জ অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. মনজুর মোহাম্মদ শাহরিয়ার বলেন, আলোর পাঠশালায় স্থানীয় ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের বিনামূল্যে পড়ানো হয়। এটি একটি মহতি উদ্যোগ। জেলা প্রশাসনের সহায়তায় তাকে ৭ শতাংশ জমি লিজ দেওয়া হয়েছে। জমি নিচু হওয়ায় সেখানে মাটি ফেলা হয়েছে। ঘর তৈরি করতে আরো মাটি ফেলতে হবে। আর মিন্টু যে ঘরে বর্তমানে পাঠদান করে আসছে সেখানে সে যেন আরো কিছু দিন পাঠদান করাতে পারে সে ব্যবস্থা করা হবে।